সাধারণ খ্রীষ্টভক্ত (লেইটি)

তোমরা কিন্তু এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক সমাজ, এক পবিত্র জাতি, একান্তভাবে পরমেশ্বরেরই আপন জাতি। তোমরা এইজন্যই মনোনীত, যাতে তোমাদের যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোকে আহ্বান করেছেন, তাঁরই সমস্ত মহাকীর্তির কথা তোমরা যেন প্রচার করতে পার।
1j ¢fal 2:9
â:j¢b5:13-16

উদ্বোধন প্রার্থনা:
হে মহান ঈশ্বর দীক্ষাস্নান সংস্কার দান করার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই, এর দ্বারা আমরা তোমার ঐশ সমাজের সদস্য হতে পেরেছি।পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদের আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করো, যাতে আমরা তোমার সাথে এক হয়ে এই সমাজে বাস করার গৌরব অর্জন করি।আমাদের আরো সাহায্য করো যাতে আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে মানব সমাজের সেবা করার মাধ্যমে তোমার সেবা করতে পারি। হে প্রিয় ঈশ্বর, আমরা প্রার্থনা করি আমাদের কাজ এবং লক্ষ্যের প্রতি আশীবাদ করো, যেন কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের, প্রৈরিত্রিক পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করতে পারি।
তোমার পুত্র প্রভুযীশু খ্রীষ্টের নামে এই প্রার্থনা করি। আমেন ।।

i¢jL¡:
২য় ভ্যাটিকান মহাসভার ৫০ বছর অতিক্রান্ত, এই সময়ের মধ্যে মন্ডলীতে সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের ভূমিকা ও প্রেরণকার্য সম্পর্কে নানারকমভাবে এখনও কেবল চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে, যা কিনা মন্ডলীর সামনে একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।
jq¡pi¡u আলোচিত ‘‘সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের ভূমিকা ও প্রেরণকার্য’’বিষয়টি নিয়ে গত দু দশক ধরে যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছে। এই লেখাগুলিতে মহাসভায় আলোচিত ‘‘সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের ভূমিকা ও প্রেরণকার্য’’ বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সবকটি লেখা খুব গুরুত্বপুর্ণ ও অনুপ্রেরণা মূলক। আলোচনা সভাগুলিতে এই বিষয়টি যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়ে আলোচিত হয়েছে।
কিন্তু এটা ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক ও দুঃখের যে, ২য় ভ্যাটিকান মহাসভার ৫০বছর পরেও, মহাসভার দ্বারা নির্ধারিত বিষয়সমূহ এখনো ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী গুলিতে কার্যকর করা qu¢ez

সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের প্রতি মন্ডলীর পরিচালকদের মনোভাব স্বচ্ছ ও ইতিবাQL eu ।খ্রীষ্টভক্তদের দমিয়ে রাখার প্রবণতা বেশী। সাময়িকভাবে তাদের গ্রাহ্য করা অথবা মাঝেমাঝে তাদের মন্ডলীর কাজে অংশগ্রহন করতে আহ্বান জানানো,তা কখনই স্থায়ীভাবে মন্ডলীর সহায়ক হতে পারেনা।সারা বিশ্বের সংখ্যা গরিষ্ট সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগণ মনে করেন যে, মন্ডলীতে তাদের কেবল মাত্র দেখা হয় কিন্তু তাদের কথা শোনা হয়না। তারা এও মনে করেন যে, তাদের উপযুক্ত জায়গা হল স্থানীয় বাজার, যেখানে তারা একে অপরের কথা শুনতে ও বলতে পারেন।

এটা খুবই বেদনাদায়ক যে,ঐশ তত্ত্বের ধারাগুলি, মন্ডলীর প্রৈরিত্রিক কাজে রূপান্তর করার এই প্রয়াস খুব ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে।

haj¡e M¢øjäm¢l f¢lচালকগন,''মন্ডলীতে সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের ভূমিকা''গুলি কার্যকর করার বদলে, সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগণের সহিত বোঝাপড়ার ভিত্তিতে, একটি সমতা বজায় রাখার প্রয়াস চালাচ্ছে।আমি মনে করি, এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী আমাদের মন্ডলীর উচ্চবর্গীয়/পদাধিকারি পুরোহিত ও সিস্টারগণ। („The Role of the Laity in the Church: Theory meets Reality“, in **Proceedings of the 55th Annual Convention of the Canon Law Society of America, Washington, D.C.: CLSA, 1992, pg 25)**

উচ্চবর্গীয়/পদাধিকারিকগণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে খ্রীষ্টভক্তগণের মিলিত ঐক্যের কাঠামোতে বদল করতে পারেন নি, যেখানে প্রত্যেক সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগণ খ্রীষ্টের অংশ হিসাবে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে মন্ডলীকে পূর্ণাঙ্গ খ্রীষ্টে রূপদান করবেন।

ধর্মশাস্ত্র এবং পৈরিত্রিক কাজের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে মন্ডলীকে পরিচালনা করার প্রয়াস মাত্র, যেখানে পুরোহিত ও সিস্টারগণ সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের ভূমিকাকে কখনই গুরুত্ব দেননি আবার সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগণও পুরোহিততন্ত্রকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে, মন্ডলীতে নিজের ভূমিকাগুলি নিয়ে আদৌ কোনো চিন্তা ভাবনা করেন নি।

বর্তমান সময়ে এই পুরোহিতগণ মন্ডলীতে ''সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের ভূমিকা''বিষয়টি নিয়ে পূর্নবিবেচনা করতে সততার সাথে উদ্যোগী হচ্ছেন।

i¡N 1: M£øjäm£I ¢nr¡:

সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের ভূমিকা সম্পর্কে ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব যা আজ আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, তা সারাসরি দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা থেকেই ধর্মতত্ত্ব হিসাবে গৃহিত হয়েছে। বিশেষতঃ মহাসভার চারটি প্রধান দলিলেই তা বর্ণিত হয়েছে।সেগুলি হল। 1zM£øjäm£ ¢houL pw¢hd¡e/**Lumen Gentium**(The dogmatic Constitution on the Church),2.ভক্তজনসাধারণের প্রৈরিত্রিক কাজ বিষয়ক নির্দেশনামা /**Apostolicam Actuositatem** (The Decree on the Apostolate of the Laity),3.বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমন্ডলী বিষয়ক পালকীয় pw¢hd¡e/**Gaudium et Spes** (The Pastoral Constitution on the church in the Modern World)4.মন্ডলীর প্রেরণকার্য বিষয়ক নির্দেশনামা/**Ad Gentes** (The Decree on the Missionary Activity of the Church)

মন্ডলির প্রকৃতি ও প্রেরণ কার্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা দিয়েই, ‘‘মন্ডলিতে সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের ভূমিকা’’বিষয়ে, যে কোনো আলোচনাসভা, বিতর্কসভা ইত্যাদি শুরু করা E¢Qvz

মন্ডলীতে খ্রিষ্টভক্তের ভুমিকা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে, নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর যথাযথভাবে দেওয়া প্রয়োজন।

১) মন্ডলী কি? ২) সারা বিশ্বের সঙ্গে মন্ডলীর সম্পর্ক কি? ৩) মন্ডলীর উদ্দেশ্য কি?

সুতরাং খ্রীষ্টভক্তের ভূমিকা সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য জানার জন্য আমরা নীচে চারটি fd¡e °h¢nø hÉ¡MÉ¡ LI¢Rz

Q¡I¢V fd¡e °h¢nø:

১)মন্ডলী হল যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যদের ঐক্য গোষ্ঠী,যাঁরা একই দীক্ষাস্নান সংস্কার দ্বারা সমান ভাবে সম্মানিত। সুতরাং বিশ্বজনীন খ্রীষ্টমন্ডলী হল, ঐক্যবদ্ধ জনগন এবং তাদের ঐক্য

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঐক্য থেকেই আগত ও পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে সবাই এক।(এল জি ৪)

jämt HC সচেতনতা প্রাথমিকভাবে সংঘবদ্ধতার রহস্যর এই দুটির গুরুত্ব দেয় ১) আমরা সবাই একে অপরের প্রতি, সমাজের প্রতি, প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্বশীল,২) আমরা সবাই পবিত্রকরণের জন্য আহুত। এই দুটো লক্ষনই মন্ডলীর গঠন ও আভ্যন্তরিন নিগুঢ় তত্ত্বকে সূচিত।

২) শ্বাশত পিতার প্রেম হতে নির্গত হয়ে মন্ডলী খ্রীষ্টের দ্বারা কাল প্রবাহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে একত্রে সম্মিলিত হয়েছে। বর্তমানে এই জগতেই তার উপস্থিতি এবং মানুষকে নিয়েই মন্ডলী গঠিত হয়েছে। এই মানুষেরা অর্থাৎ ইহজগতের বাসিন্দারাই মানবজাতির বর্তমান বাস্তবতায় ঈশ্বরের সন্তানরূপে এক f¢lh¡l qJu¡l Hhw f i e¡ Bp¡ fk¿ A¢hl¡j h¢Ü f¡Ju¡l Se Býa হয়েছে।ঐশ্বরিক অনুগ্রহ লাভের জন্য একীভুত হয়ে এবং সেই অনুগ্রহের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হয়ে এই পরিবার খ্রীষ্টের দ্বারা বর্তমান জগতে একটি সমাজরূপে প্রতিষ্ঠিত ও সংগঠিত হয়েছে।সুতরাং মন্ডলী একই সময়ে দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠান এবং আধ্যাত্মিক জনসমাজরূপে গোটা মানবজাতির সঙ্গে একই লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাচ্ছে। (জি এস ৪০) আমরা উপলব্ধি করি যে মন্ডলী পৃথিবীর একটি অংশ হিসাবে খোলামনে নানা পার্থিব বিষয়ে সংযুক্ত রয়েছে।(R. Haight, „The established Church as Mission: The Relation the Church to the Modern World“, in THE JURIST, 39(1979), P.30)

3) মন্ডলী হল, প্রকৃতপক্ষে একটি প্রেরিত মন্ডলী: খ্রীষ্ট মন্ডলী প্রকৃতিগত ভাবেই প্রৈরিত্রিক, কারণ পিতার পরিকল্পনা অনুযায়ী পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রেরণকার্যেই তার উৎস, পৃথিবীতে প্রেরণকার্যের মাধ্যমেই মন্ডলী তার স্বকীয়তা এবং পরিচিতি সুদৃঢ় করে। মন্ডলী কেবলমাত্র নিজের জন্যই কাজ করে না বরং পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য গড়ে তোলার জন্যই কাজ করে।

প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সন্তান, তাদের নিজ নিজ জীবন ধারায় তিন ভাবে, অর্থাৎ যাজক, প্রবক্তা ও রাজা হিসাবে মন্ডলীর এই প্রেরনকার্যে, যীশুর সঙ্গে অংশ গ্রহন করেন।

‘‘সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগণ শুধুমাত্র মন্ডলীর বার্তাবাহক নয়, বরং তারা উপলব্ধি করবে যে Bjl¡C jämt, k¡l¡ এই পৃথিবীতে প্রেরণকার্য সম্পূর্ণ করতে পারে।’’(N. Provencher, OMI, „The Church in the World,“ in THE JURIST, 47 (1987), p.48)

৪) সারা বিশ্বের মানব সমাজকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য মন্ডলীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে।মন্ডলীর এই ব্যাকুলতাকে কার্যকরী করার জন্য সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের মন্ডলীর কাজে আরও বেশী করে অর্ন্তভূক্ত করা প্রয়োজন।

মন্ডলী ও তার প্রেরণকার্য সম্পর্কে উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, মন্ডলীতে,সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের ভূমিকাগুলি আমরা বুঝতে পারব।

মন্ডলীতে ও বিশ্বে সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের পরিচিতি,ভূমিকা,ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে আলোচনায়,দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা সম্পূর্ণ আলোকপাত করেছেন।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহে সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের ঐশ্বরিক আহ্বান সম্পর্কে পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

* ভক্তজনসাধারণ হলেন সেই সকল বিশ্বাসী, যারা দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত, এবং ঐশজনগনের অর্ন্তভূক্ত হিসেবে একত্রিত হয়।

* খ্রীষ্টানুকরনে তারা নিজেদের মতো করে যাজক,প্রবক্তা ও রাজা হিসাবে একে অপরের সাথে সহভাগিতা করে।

* তাদের আপন আপন অবস্থা অনুসারে খ্রীষ্টের রাজকীয়,যাজকীয় ও প্রাবক্তিক দায়িত্বে AwnÉc¡Iz

* তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী জগতে ও মন্ডলীতে গোটা খ্রীষ্টীয় জনগনের প্রেরণকার্যে নিয়োজিত।(এল জি-31)

* বিশেষ আহ্বানের ফলে জাগতিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী জাগতিক বিষয়ের পরিচালনা দিয়ে ঐশরাজ্যের সন্ধান করা ভক্ত জনসাধারনের নিজস্ব LahÉz

* তারা জগতেই বাস করেন, অর্থাৎ তারা জগতের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি বিষয়ের সাথে জড়িত এবং যা তাদের অস্তিত্বের ভিত্তি, সেই পারিবা¢lL J p¡j¡¢SL AhÙ¡l সাথে তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিজস্ব কর্তব্য পালন করতে তারা ঈশ্বর দ্বারা Bý¡az

* যেহেতু তাদের জীবন জাগতিক বিষয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, সেহেতু সেইসব বিষয়, সত্যালোকে আলোকিত এবং সংগঠিত করা তাদের বিশেষ কর্তব্য যাতে সবকিছু খ্রীষ্টের ইচ্ছানুসারে বৃদ্ধি ও সার্থকতা লাভ করে এবং সৃষ্টিকর্তা ও মুক্তিদাতার গৌরব সাধন করে।

* মন্ডলী ও সারা বিশ্বে ঐশ জনগনের জন্য সাধারন ভক্তমন্ডলীর প্রেরণকার্যের দায়িত্ব রয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে তাদের এই প্রৈরিত্রিক কাজ,তারা তাদের প্রচার ও পবিত্রীকরণ কাজের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করেন। তাদের কাজ যখন পবিত্র মঙ্গল সমাচারকে ভিত্তি করে জাগতিক অবস্থার উন্নতি আনতে চেষ্টা করে এবং মানুষের মুক্তির জন্য খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করে তখনই তা প্রৈরিত্রিক কাজ হয়। সাংসারিক কাজে ব্যাপৃত থাকাই খ্রীষ্টভক্তের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার বৈশিষ্ট। তাদের এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেই ঈশ্বর তাদের আহ্বান করেন, যেন খ্রীষ্টের আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে তারা পৃথিবীca Mi¢j হিসাবে কাজ করতে পারে।

* মান্ডলীক সমাজসমুহের ভেতর তাদের কাজ এতই দরকারী যে তা ছাড়া পালকদের প্রৈরিত্রিকতা প্রায়শঃই পুরোপুরি ফল লাভ করতে ব্যার্থ হবে।মঙ্গল সমাচার ঘোষনায় সাধুপলকে যাঁরা সাহায্য করেছেন(দ্র-¢no¢:18:18-২৬,রোমীয় ১৬:৩) সেই সকল নরনারীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রকৃত প্রৈরিত্রিক মনোভাবাপন্ন ভক্তজন তাদের ভ্রাতৃবর্গের প্রয়োজন সমূহ মিটিয়ে থাকেন এবং পালকদের জন্য যেমন, তেমনি সারা ভক্তমন্ডলীর জন্যও তারা সান্তনার উৎস হয়ে ওঠেন।(দ: ১করিন্থ: ১৬: ১৭-18)

* ভক্ত জনসাধারনের উচিৎ ধর্মপল্লীতে তাদের যাজকদের সাথে ঘনিষ্ঠ একতায় কাজ করার, মান্ডলিক সমাজের সামনে নিজেদের সমস্যাবলী,বিশ্বসমস্যাবলী এবং পরিত্রান সম্পর্কিত প্রশ্ন সমুহ নিয়ে আসার, একত্রে বসে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখার এবং সাধারন আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো সমাধানের অভ্যেস গড়ে তোলা।(এ এ ১০)

মন্ডলী প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পরিপক্ক খ্রীষ্টভক্ত গঠন করার জন্য মন্ডলীকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।বিশ্বাসী ভক্তজন একই সাথে পূর্ণভাবে ঐশজনগনের অংশ ও রাষ্ট্রের নাগরিক।পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই প্রধান দায়িত্ব হল খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করা, এবং তা তাদের জীবন ও কথার মাধ্যমে পরিবারে, তাদের সামাজিক দলে ও তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে পালন করা কর্তব্য..... যেন খ্রীষ্টের বিশ্বাস ও মন্ডলীর জীবন যে pj¡জে তারা বাস করেন তার কাছে বিদেশী বলে বিবেচিত না হয় বরং এ সমাজকে তারা যেন রূপান্তরিত করেন ও এতে পরিব্যাপ্ত হন। (এ জি-21)

মন্ডলীতে ভক্তজনসাধারণের মর্যাদা ও দায়িত্বের স্বীকৃতি দেয়া এবং তার বৃদ্ধি সাধন করা পালকদের কর্তব্য। তাদের বিবেচনাপূর্ণ পরামর্শ গ্রহন করতে পালকগণ ইচ্ছুক হবেন এবং আস্থার সঙ্গে মন্ডলীর সেবাকর্মে তাদেরকে নিযুক্ত করবেন, আর কাজ করার জন্য তাদেরকে দেবেন যথেষ্ট স্বাধীনতা। তাদেরকে সাহস দেবেন যেন তারা নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন কাজ হাতে নিতে পারেন। পালকগণ পিতৃস্নেহে ভক্তজনসাধারণের উদ্যোগ, প্রস্তাব এবং বাসনা খ্রীষ্টের দৃষ্টি দিয়ে মনোযোগের সাথে

বিবেচনা করবেন। তাছাড়াও, জাগতিক বিষয়ে তাদের নিজস্ব যে স্বাধীনতা, তার প্রতি পালকদের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি থাকা চাই। (এল.জি.৩৭)

মন্ডলীর শিক্ষা থেকে এটা পরিষ্কার যে, মন্ডলীর প্রৈরিত্রিক কাজে, কার্যকরী অংশগ্রহনের জন্য , সাধারন খ্রীষ্টভক্তগণকে ঐশতত্ত্ব,আধ্যাত্মিক বিষয়,মন্ডলীর শিক্ষা, ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট এবং উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহন করতে হবে।ঐশজনগনের অংশ হিসাবে নিজেকে অনুপ্রানিত করে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহন করতে হবে এবং মন্ডলীর পরিচালকদের ও তাদের তত্ত্বাবধানকে স্বীকৃতি জানাতে হবে।একই সঙ্গে পুরোহিতগনদেরও সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষিত হতে হবে। দ্বিতীয় i¡টিকান মহাসভার পরবর্তী যুগে, মন্ডলীর কাছে এটা একটা বিশেষ লক্ষ্য, যেখানে সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগণদের মন্ডলীর প্রৈরিত্রিক কাজে কার্যকরী অংশগ্রহন করাতে হবে এবং মন্ডলীর বাইরেও ঐশ জীবনের সাক্ষ্য দিতে হবে।একই সঙ্গে তাঁর প্রৈরিত্রিক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বয়ং খ্রীষ্ট যে অধিকার তাঁর শিষ্যদের ও তাদের উত্তরাধিকারীদের দিয়েছেন সেই অধিকারকে র্নিদ্বিধায় গ্রহন করতে হবে।

ভাগ ২: আলো এবং ছায়া পরিস্থিতি

২.১: আলো পরিস্থিতি

*বেশকিছু ধর্মপল্লীগুলিতে,প্যারিশকাউন্সিল,ফিনান্স কমিটি ইত্যাদিতে,খ্রীষ্টভক্তগণ সক্রিয় ভুমিকা পালন করছেন।

* মহাধর্মপ্রদেশের ১৫টির বেশী সাধারন ভক্তমন্ডলীর সংগঠন বিভিন্ন উপায়ে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংগঠনগুলি qm SCC, SVP, Legion of Mary, CAB, CCWI, CCRS, Couples For Christ (CFC), Catholic Nurses' and Teachers' Guilds, Salesian Cooperators, CLC, AICUF, ICYM, YCS, etc.

* jq¡dj প্রদেশে লেইটি কমিশন (সাধারণ খ্রীষ্টভক্ত কমিশন) ও কিছু ধর্মপল্লীতে লেইটি সেল কাজ শুরু করেছে।

* মহাধর্মপ্রদেশে বিভিন্ন কমিশনগুলিতে, যেমন Family, Women, Youth, etc. সাধারন খ্রীষ্টভক্তদের অর্ন্তভুক্তি।

* কিছু খ্রীষ্টভক্ত,জাতীয়,আঞ্চলিক স্তরে মন্ডলীর কাজে অংশগ্রহন করছে/করেছে।

* ¢LR খ্রীষ্টভক্তদের বিভিন্ন স্কুল/ প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির পরিচালক মন্ডলীতে নিযুক্ত করা হয়েছে।

* সাধারন খ্রীষ্টভক্তগণ মহাধর্মপ্রদেশে বাইবেল স্কুল পরিচালনা করছেন এবং এর মাধ্যমে ঈশ্বরের বাণী সাধারন মানুষকে বুঝতে ও সেইমত জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করছে।
* এছাড়া তারা সানডেস্কুল পরিচালনায় সক্রিয় ভুমিকা পালন করছেন।
* ধর্মপল্লীগুলিতে খ্রীষ্টভক্তগন ধর্মপল্লীর বিভিন্ন কাজে ও প্রয়োজনে,যেমন উপাসনায় গান পরিচালনা,অন্যান্য অনুষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদিতে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহন করেন।

2.2 Rju¡ f¢l¢Ù¢a:

* মন্ডলীর কাজে বেশীর ভাগ ভক্তবৃন্দের অংশগ্রহনে অনীহা।
* জাগতিক বিষয়ে অতিরিক্ত আসক্তি আমাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
* কর্মরত মানুষদের ব্যস্ত কর্মতালিকা তৎসহ সন্তানদের সব বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার প্রয়াস, মন্ডলীর কাজে অংশগ্রহনে বড় বাধা, সেইজন্য ছোটবেলা থেকেই তাদের বিশ্বাস সঠিকভাবে গড়ে ওঠেনা।
* মিশ্র বিবাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে, ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের জীবনে বিl¦f প্রভাব পড়ছে।
* মন্ডলীগুলি,পুরোহিত দ্বারা শাসিতে এবংদমিত হওয়ার জন্য সাধারণ ভক্তবৃন্দ মনে করেন যে মন্ডলীগুলি কেবল পুরোহিত ও সিস্টারদের জন্যই,এখানে সাধারণ ভক্তের কোনো জায়গা নেই বা সামান্য জায়গা আছে।
* মন্ডলীতে ভক্তদের ভূমিকা ও দায়িত্ব কি এ সম্পর্কে সাধারন ভক্তদের সচেতনতার Aভাব। এ সম্পর্কে বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে না।
* অন্য মন্ডলী দ্বারা নানারকম ভাবে লাভজনক প্রস্তাবে সহজেই আকৃষ্ট হওয়া।
* পুরোহিতগণ, সাধারন ভক্তমন্ডলীকে খুব কমই মন্ডলীর কাজে অংশগ্রহন করতে উৎসাহিত করেন।
* প্যারিশ পাষ্টোরাল কাউন্সিল ও প্যারিশ ফিনান্স কমিটি অনেক প্যারিশেই নেই। আর k¦দও কিছু প্যারিশে আছে তার মধ্যে সামান্য কটি কার্যকরী ভুমিকা পালন করে।
* সাধারণ ভক্তদের লক্ষ্য কেবল মাত্র চাকরী করা/পাওয়া। তারা ব্যাবসা বা স্বনির্ভরশীল হওয়ার আগ্রহ নেই।
* সাধারণ ভক্তগণ রবিবাসরীয় খ্রীষ্টযাগকে, একটা সাধারন উপাসনা রীতি হিসাবে গ্রহন করে, যেখানে যোগদান করাটাই প্রধান্য পায়। খ্রীষ্টযাগের পরে একে অন্যের সঙ্গে খুব কমই কুশল বিনিময় করেন বা যোগাযোগ করেন।
*অনেক খ্রীষ্টভক্তগন মন্ডলী সম্পর্কে তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে এবং ধর্মপালন বন্ধ করে দিয়েছেন।

*আধুনিক সামাজিক জীবন, ইন্টারনেট, টেলিভিশন ও অন্যান্য মাধ্যমগুলি আমদের পারিবারিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যার ফলে পারিবারিক প্রার্থনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। দলগত প্রার্থনা কদাচিৎ চালু আছে।
*হাতে গোনা কয়েকজন খ্রীষ্টভক্ত মাত্র আইপিএস/আইএএস হিসাবে কাজ করছে।এ বিষয়ে পুরোহিতগন কোনোরকম উৎসাহ দিতে পারছেন না।
* মন্ডলী খ্রীষ্টভক্ত নেতাদের রাজনীতিতে যোগদানের জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন না hj তাদের নেতা হিসাবে চিহ্নিতকরে জনমানসে তাদের তুলে ধরতে পারছেন না।

i¡N 3: mrÉ ted¡le

* মন্ডলীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাধারন খ্রিষ্টভক্তদের প্রস্তুত করার জন্য বিশ্বাস, নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে, তাদের প্রশিক্ষনের ব্যাবস্থা করতে হবে।
* পুরোহিত এবং সাধারন খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যে কার্যকরী ও সমধুর সম্পর্কের প্রবর্তন করতে হবে।
* বিশেষ করে মন্ডলী পরিচালনা ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সাধারন খ্রীষ্টভক্তদের আরও বেশী করে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।
*সামাজিক বিষয়ে তাদের সচেতন করতে হবে এবং আরো বেশী করে সামাজিক কাজ তথা রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করতে তাদের উৎসহিত করতে হবে।

i¡N4: কাজের পরিকল্পনা:

* সাধারন খ্রীষ্টভক্তদের নিয়মিত প্রশিক্ষন দেওয়ার জন্য, একটি প্রশিক্ষক দল গঠন করতে হবে।
*ছয় মাস অন্তর একটি প্রশিক্ষন শিবির করতে হবে। অন্তত দুই মাস আগে তারিখ,সময়,স্থান ইত্যাদি জানিয়ে ভক্তদের খবর জানাতে হবে যাতে তারা যোগ দেওয়ার সুযোগ গ্রহন করতে পারে। এনবিসিএলসি(ব্যাঙ্গালুরু) তে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষনে যাওয়ার জন্য তাদের অনুপ্রেরনা দিতে হবে।
* পুরোহিত ও খ্রীষ্টভক্তদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, যারা মন্ডলীর বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা মত বিনিময়ের মাধ্যমে পুরোহিত ও সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করবে।
* আর্চডায়োসিস স্তরে,একটি বা তার বেশী প্রশিক্ষক দল গঠন করে, প্যারিশ/আর্চডায়োসিস স্তরে নিয়মিত, বিশ্বাস নবীকরণ শিবিরের ব্যাবস্থা করা।

* ক্যাথলিক নেতৃবৃন্দকে, উৎসাহিত করা,সমর্থন করা যাতে তারা বেশী করে রাজনীতিতে যোগদান করতে পারে।
* বিশপ মহোদয় খ্রীষ্টভক্তদের হয়ে সুপারিশ পত্র দেবেন যাতে তারা বিভিন্ন সরকারি কমিটি বা কমিশনগুলিতে মনোনীত হতে পারেন।
* মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য মহাধর্মপদেশের বিভিন্ন সংগঠন, কমিশন, প্রতিষ্ঠান, ফিনান্স কমিটি ইত্যাদিতে বেশি করে সাধারন খ্রীষ্টভক্তদের মনোনয়ন করতে হবে।
* ধর্মপল্লীগুলিতে বয়স্ক,যুবক-যুবতী, দরিদ্রশ্রেণীর মানুষ, এদের জন্য আm¡c¡ Bm¡c¡ সাহায্যকারী দল সংগঠিত করতে হবে। এদের সবাইকে সাহায্য করার জন্য মহাধর্মপ্রাদেশিক স্তরে একটি তহবিল গঠন করতে হবে।
* প্রত্যেক ধর্মপল্লীতে প্যারিশ কাউন্সিল গড়ে তুলতে হবে এবং নিয়ামানুযায়ী সেই কাউন্সিল যাতে কাজ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। মহামান্য আর্চবিশপ Abh¡ ¢i কার জেনারেল দ্বারা, তাদের কাজের বাৎসরিক মূল্যায়ন আব্যশই করতে হবে।

ভাগ ৫: আলোচনার জন্য প্রশ্নমালা

* কিভাবে আমরা সাধারন খ্রীষ্টভক্তদের মন্ডলীর প্রেরন কাজ সহ বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহন করতে আগ্রহী করে তুলব?
* কোন কোন বিষয়ে, খ্রীষ্টভক্তদের সক্রিয় অংশগ্রহন করার প্রয়োজন আছে?
* p¡d¡le খ্রীষ্টভক্তদের জন্য কিভাবে নিয়মিত প্রশিক্ষনের ব্যাবস্থা করা যায়?
* মহাধর্মপ্রদেশ, এবং ধর্মপল্লীগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য, কি কিদীর্ঘস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী প্রোগ্রাম করা যেতে পারে? এবং এগুলিতে কিভাবে সাধারন খ্রীষ্টভক্তগন কিভাবে যোগদান করতে পারে?
* jäm£l fn¡p¢eL h£¡hÙ¡...¢m ¢L p¡d¡le iš²দের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব?যদি হ্যাঁ হয়, তবে তার পদ্ধতি কি হবে কিভাবে প্রেরনকাজ এবং পার্থিব কাজের মধ্যে পার্থক্য করা হবে?
*মন্ডলীর কাজে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কি সাধারন ভক্তবৃন্দ অংশগ্রহন করতে পারে? যদি হ্যাঁ হয় তবে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ভক্তবৃন্দের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে?

Efpwq¡l:

খ্রীষ্টীয় সমাজের জীবন ও জীবনীশক্তি সেই সমাজের মানুষ তথা বেশীরভাগ সাধারন খ্রীষ্টভক্তদের অঙ্গীকার ও আগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে আজকের সময়ে সাধারন খ্রীষ্টভক্তগনের, মন্ডলী ও সমাজে তাদের ভুমিকা ও পরিচয় নিয়ে, সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।কলকাতা মহা ধর্মপ্রদেশের কাছে এটা একটা আর্শীবাদ যে, বিভিন্ন ধর্মপল্লীগুলি, নানারকম বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তিগন দ্বারা পুষ্ট। আমরা আশা করি যে,এই প্রৈরিত্রিক পরিকল্পনা দ্বারা সাধারন মানুষ আরও দক্ষ হয়ে উঠবে এবং বিশ্বাসের যে দান তারা পেয়েছেন সেইগুলি নিজেদের ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কাজে লাগাবেন। পরিশেষে তা পরবর্তী প্রজন্মের হাতে হস্তান্তরিত করবেন।মন্ডলীর কার্যকরী বৃদ্ধি তখনই ঘটবে যখন পুরোহিত ও সাধারন খ্রীষ্টভক্তগন হাতে হাত মিলিয়ে একসঙ্গে কাজ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন। সাধারনভক্তদের প্রতিভাগুলি খুঁজে বের করে সেগুলিকে পৃথিবী ও মন্ডলীর ভালোর জন্য ব্যাবহার করতে তাদের, উৎসাহিত করার জন্য, পুরোহিতগন দায়বদ্ধ ।এই পৈরিত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের পুরোহিতগন, যারা আমাদের মন্ডলীগুলির নেতা, তারা সাধারন মানুষদের কথা শুনতে পারবেন এবং সেইমত তাদের সুষ্ঠপরিচালনা করতে পারবেন, ঠিক আমাদের উত্তম মেষপালক সেই প্রভুযীশুরই মত।

pj¡fe f¡be¡:

হে পবিত্রতমা মা মারীয়া, যীশুর মা এবং মন্ডলীর মা, তোমার সঙ্গে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যাঁর আর্শীবাদ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, আমাদের উপর বর্ষিত হয়ে আসছে। তিনি আমাদের প্রত্যেকের নাম ধরে ডেকেছন, আর তাঁর সন্তান হয়ে,তাঁর এই সমাজে এক হয়ে তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে বসবাস করার জন্য অধিকার দিয়েছez¡a¡e আমাদের প্রেরন করেছন, যাতে আমরা খ্রীষ্টের আলোকে আলোকিত হয়ে, ঐশবানী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে,পবিত্র আত্মার উজ্বল আলো আমাদের সমাজে ও জীবনে ছড়িয়ে দিতে পারি। হে নিষকলঙ্ক মা মারীয়া, আমদের হৃদয় মন আর্শিবাদে পরিপূর্ণ কর যাতে আমরা আমাদের এই লক্ষ পূরনে সফল হতে পারি।আমরা ঈশ্বর সৃষ্ট মানুষ হিসাবে যেন তাঁর সেবা করতে পারি ও পৃথিবীর মুক্তির জন্য নিরলস কাজ করতে পারি।

হে মা তুমি আমাদের পরিচালনা কর যাতে আমরা চিরদিন প্রকৃত সন্তান হিসাবে, তোমার পুত্রের মন্ডলীতে বসবাস করতে পারি।আমাদের আশীবাদ কর যেন আমরা এই পৃথিবীতে শান্তি,ন্যায় ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আমাদের প্রভু যীশুর নামে এই প্রার্থনা করি। আমেন।।